64

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... 02 SEP 1994 ...
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

অসদুপায় অবলম্বনের দায়ে

ঢাকা ভার্সিটির ৯শ' পরীক্ষার্থীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ

শরিফুজ্জামান পিন্টু

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে পরীক্ষায় নকল করার প্রবণতা দিন দিন বাড়ছে। চলতি বছর পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনের অভিযোগে প্রায় নয় শ' পরীক্ষার্থীর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। পরীক্ষার সময় নকল করা, নকল রাখা, খাতা বাইরে নেয়া ও শিক্ষকের সাথে দুর্ব্যবহারের অভিযোগে গোপন পদ্ধতিতে তাদের বিরুদ্ধে এ ব্যবস্থা নেয়া হয়। গত ১৪ আগস্ট বিশ্ববিদ্যালয় শৃঙ্খলা পরিষদের সাব কমিটি বিভিন্ন মেয়াদে এসব অভিযুক্ত ছাত্রছাত্রীর শাস্তি নির্ধারণ করে। এ খবর সংশ্লিষ্ট সূত্রের।

সূত্র জানায়, খোদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে '১৯৯৩ সালে অনুষ্ঠিত ('৯১ সালের পরীক্ষা) অনার্স ও মাস্টার্সের বিভিন্ন শিক্ষাবর্ষের পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনের অভিযোগে সর্বমোট ৯শ' ৩১ জন ছাত্রছাত্রীকে অভিযুক্ত করা হয়। সম্প্রতি অনুষ্ঠিত শৃঙ্খলা পরিষদের সাব কমিটি এদের মধ্যে অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় ৩৯ জনের শাস্তি মওকুপ করে। বাকি পরীক্ষার্থীদের মধ্যে শুধুমাত্র নকল রাখার দায়ে সংশ্লিষ্ট বছরের পরীক্ষা বাতিল করা হয় ৪৯৮ জনের। এছাড়া নকল করার অভিযোগে ৩৫০ জন ছাত্রের পরীক্ষা বাতিলসহ এক বছর তাদেরকে পরীক্ষা দেয়ার সুযোগ থেকে বিরত রাখার সুপারিশ করা হয়। পরীক্ষা চলাকালীন সময়ে খাতা বাইরে নেয়া ও পরীক্ষা পরিদর্শকের সাথে দুর্ব্যবহারের অভিযোগে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে সর্বোচ্চ শাস্তি গ্রহণ করা হয়। এ শাস্তির মেয়াদ হচ্ছে আগামী ৩ বছর পর্যন্ত তারা পরীক্ষায় অংশ নিতে পারবে না। এ রকম ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা প্রায় ২০ জন। বাকি ২৪ জনের বিরুদ্ধেও বিভিন্ন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, প্রতিবছর অনার্স ও মাস্টার্সে অসদুপায় অবলম্বনকারীদের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক শাহ মোহাম্মদ হাবিবুর রহমানও এ কথা স্বীকার করেছেন। তিনি জানান, নকলের অভিযোগ প্রমাণিত হলে কাউকে ছাড়া হয় না। তবুও কেন যেন ছাত্রছাত্রীদের মনে ভয় আসছে না। পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক আরও বলেন, নকলরোধে শিক্ষক, অভিভাবক ও সংশ্লিষ্ট ছাত্রছাত্রীদের আরও সচেতনতা বাড়া উচিত।

উল্লেখ্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশির ভাগ পরীক্ষার্থীকে গোপন পদ্ধতিতে বহিষ্কার করা হয়। বহিষ্কারের পর তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ারোধে পরীক্ষা পরিদর্শকরা এ ব্যবস্থা নিয়ে থাকেন। তাছাড়া সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড ও পরীক্ষার্থীদের মানসম্মানের বিষয়টি এক্ষেত্রে ভেবে দেখা হয়। পরবর্তীতে শৃঙ্খলা পরিষদ অভিযোগের পরিমাণ অনুযায়ী শাস্তি ধরন করে।